জীবননগরে কৃষকদের মাঝে কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ

জীবননগরে ভতুকিতে কৃষকদের মাঝে কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হয়েছে। বুধবার দুপুরে জীবননগর উপজেলা কৃষি অফিসের আয়োজনে ২০২২-২৩ অর্থবছরে কৃষি যন্ত্রপাতি, রবি মৌসুমে গম, ভুট্টা, সরিষা, শীতকালীন পেঁয়াজ ও মসুর ফসল উৎপাদনে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ করা হয়।

জীবননগর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) তিথি মিত্রর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে কৃষকদের মাঝে কৃষি যন্ত্রপাতি ও বীজ বিতরণ করেন,চুয়াডাঙ্গা-০২ আসনের সংসদ সদস্য, হাজী আলী আজগার টগর।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান,পৌর মেয়র রফিকুল ইসলাম,উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি নজরুল ইসলাম,সাধারন সম্পাদক আবু মোঃ আব্দুল লতিফ অমল,সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান গোলাম মোতুজা,উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আঃসালাম ঈশা,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী,জীবননগর থানার অফিসার ইনচাজ (ওসি) আব্দুল খালেক,সাবেক পৌর মেয়র জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ।

জীবননগরে ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা উদ্বোধন

জীবননগরে দিনব্যাপী ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে।বুধবার সকাল সাড়ে ১১টার সময় জীবননগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা চত্বরে দিন ব্যাপী ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলার উদ্বোধন করা হয়।

জীবননগর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভুমি) তিথি মিত্রের সভাপতিত্বে

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলার উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান,জীবননগর পৌর সভার মেয়র রফিকুল ইসলাম,উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি নজরুল ইসলাম,সাধারন সম্পাদক আবু মোঃ আব্দুল লতিফ অমল,উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি গোলাম মোর্তুজা,উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম ঈশা,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী,জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ আব্দুল খালেক,জীবননগর পৌর সভার সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলম,সীমান্ত ইউপি চেয়ারম্যান ইসাবুল ইসলাম মিল্টন,বাকা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের প্রধান,মনোহরপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন খান,রায়পুর ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুর রশিদ শাহ,আন্দুলবাড়িয়া ইউপি চেয়ারম্যান শেখ শফিকুল ইসলাম মোক্তার,সীমান্ত ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুল মালেক মোল্লা প্রমুখ।

দামুড়হুদায় গ্রামাঞ্চলের বাড়ি বাড়ি শোভা পাচ্ছে চালকুমড়া: বড়ি দেওয়ার প্রস্তুতি গৃহিনীদের

দামুড়হুদায় আর অল্প সময়ের মধ্যেই শুরু হবে কুমড়া, মুলা ও পেঁয়াজের বড়ি’র উৎসব।গ্রামাঞ্চলের প্রায় প্রতিটি বাড়ির ঘরের চাল, মাচায় আর বাড়ির ছাঁদে শোভা পাচ্ছেন গাড় সাদা রঙের চালকুমড়া।

চালকুমড়ার জালি আর পরিপক্ব চালকুমড়া গ্রামীণ জনপদের সাথে সাথে শহরের মানুষেরও মাঝেও বেশ পরিচিত।জনপ্রিয় এ সহজলভ্য চাল কুমড়ার জালি সবজি তরকারি হিসেবে বেশ পরিচিতও বটে। গ্রামাঞ্চলের ঘরের চালে ,টিন ও ছাঁদে এ সবজি ফলানো হতেন বহু আগে থেকেই ফলে এটি চাল

কুমড়া নামে সকলের কাছে সুপরিচত।

কুমড়া শুধু এখন রান্না ঘর, গোয়াল ঘর, খড়ি ঘরের চালে নয় বরং এটি এখন মাঠের জমিতেও চাষ করা হচ্ছে, ফলনও ভালো হওয়ায় কৃষকরা লাভবান হচ্ছেন। তবে যারা মাঠে এ সবজি চাষ করে থাকেন তারা মুলতঃ কচি চাল কুমড়া করে সবজি হিসেবে বিক্রয় করে থাকেন। এ গাছের কচি পাতা শাক হিসেবেও সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। সবুজ ছোট চাল কুমড়া তরকারির হিসেবে ব্যবহার হলেও তা বড় হওয়ার সাথে সাথে সবুজ রঙ পরিবর্তন হয়ে চুনের মতো গাড় সাদা রঙের রূপ ধারণ করেন।আর পরিপূর্ণ সাদা রঙে পরিপক্ব হলে তা তা আর সবজি হিসেবে খাওয়া যায়না। এসময় ঐ চাল কুমড়া দিয়ে গ্রামীণ জনপদ সহ শহর অঞ্চলের মা,বোন, বধূরা মাসকলাই এর ডাল আর চাল কুমড়া দিয়ে কুমড়া বড়ি তৈরি করে থাকেন।

দামুড়হুদা উপজেলার সকল গ্রামের বাড়িতে টিন,গোয়াল ঘরের চালে,পাকাঁ ঘরের ছাঁদে কিংবা বাসাবাড়িতে আঙ্গিনায় বাঁশ ও কুঞ্চি দিয়ে তৈরি করা চালের মাচা গুলোতে সাদা চুনের মতো চালকুমড়া শোভা পাচ্ছেন।আর মাত্র কিছুদিনের মধ্যেই জেলা শহর সহ উপজেলার সকল গ্রামের পাড়া- মহল্লায় সাদা চুন ধরা পরিপক্ব এ চালকুমড়াগুলো দিয়ে সুস্বাদু বড়ি তৈরিতে ব্যস্ত সময় পার করবেন গ্রামের গৃহিণী সহ নববধূরা। জালি অবস্থায় এ চাল কুমড়া পুষ্টিকর সবজি হিসেবে ব্যাপক জনপ্রিয়।

সরেজমিনে দামুড়হুদা উপজেলার বিভিন্ন স্থানে দেখা যায়, গ্রামের প্রায় সকল বাড়িতেই পাকা চুনের মতোন সাদা সাদা চালকুমড়া ঝুলছে। অল্প সময়ের মধ্যেই গ্রামীণ জনপদের নারীরা কুমড়া কুঁড়ে কলায় ডাল দিয়ে বড়ির উঠান ও ছাঁদে বড়ি তৈরির কাজে সম্পৃক্ত হবেন।শীত যত বেশি পড়বে বড়ি ততটাই সুস্বাদু হবেন আর শীতের সাথে পাল্লা দিয়ে তৈরি করা হবে কুমড়া সহ মুলা ও পিঁয়াজ দিয়ে বড়ি তৈরির উৎসব।বড়ি তৈরি শেষে তীব্র এ শীতের সাথে সাথে সকাল দুপুরের মিষ্টি রোদে নেট বা তারের জালের উপর উপরে বসানো বড়িগুলো শুকাতে দেওয়া হবে। গ্রামীণ নারীদের অনেকেই আবার চাল কুমড়া সহ বড়ি তৈরি করে হাট বাজারে বিক্রি করে বাড়তি আয় করে থাকেন। কুমড়ার এ বড়ি তৈরির জন্য উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকেন চাল কুমড়া, কলাইডাল।অনেকে আবার কুমড়ার বড়ির সাথে সাথে মুলা, পিঁয়াজ দিয়েও বড়ি তৈরি করে থাকেন।তবে এক্ষেত্রে কুমড়ার বড়ি অনেক সুস্বাদু হয়ে থাকেন।শীতের এ মৌসুমের পুড়া সময়টাতে গ্রামে গ্রামে বড়ি তৈরির এ-দৃশ্যে যে কারো চোখ জুড়িয়ে যাবেন অনায়সে।শীতের এ সময়টাতে গ্রামীণ নারীরা অর্থনৈতিক ভাবে লাভবানও হয়ে থাকেন। এর মাধ্যমে বহু স্বামী

পরিত্যক্ত, বিধবা অসহায় দরিদ্র নারীরা অর্থনৈতিক ভাবে হচ্ছেন সাবলম্বী।

চালকুমড়া চাষের বিষয়ে বেশ ক’ একজন কৃষকদের সাথে কথা বললে, তারা বলেন, এঁটেল ও দোআঁশ মাটিতে এ চাষ খুব ভালো হয়।এ চাষ প্রায় সারা বছরই করা যায়।তবে বছরের শুরুতেই ফেব্রুয়ারী হতে মে জুন পর্যন্ত এর বীজ রোপন করার উপযুক্ত সময়। বীজ লাগানোর দুই থেকে আড়াই মাসের মধ্যে ফল আসা শুরু করেন।তিনি আরো বলেন, চাল কুমড়ার জালি সবজি হিসেবে বেশ পরিচিত। সবজি হিসেবে খেতে হলে জালি পরার পর যখন সবুজ বর্ণের রঙ আসতে শুরু হবেন আর এর ওজন যখন ৩৫০ থেকে ৫০০ গ্রাম পর্যন্ত ওজন হয় তখন এটি খাওয়ার উপযোগী হয়ে থাকেন।গ্রামীণ এলাকার বাজারে এ সবজি পিচ প্রতি ১০ -২৫ দামে বিক্রি হলেও শহরের বাজারে এর দাম একটু বেশি হন।

দামুড়হুদা উপজেলার চারুলিয়া গ্রামের তাহুরা’র বাড়ির টিনের উপর প্রায় ২৫-৩০ টার মতো চালকুমড়ার রয়েছেন।সাইজও বেশ বড়। ছবি উঠানোর পর তার সাথে কথা হলে তিনি জানান, প্রতি বছরের মতোই এবারও তার ঘরের মাচা আর বাড়ির উঠানের মাচায় এ দুই জাগাতে লাগানো গাছে প্রায় ১০০ টার মতো জালি আসছিলো। এর মধ্যে তরকারি জন্য কিছু রান্না করেছিলেন। বাকী প্রায় ৪৫ টা কুমড়া পরিপক্ব হয়েছেন। এরই মধ্যে উঠানের গাছ থেকে চালকুমড়া ঘুচিয়ে নিয়েছেন তিনি। এখন বাকি রয়েছে ঘরের টিনের চাল থেকে কুমড়া পারার। তিনি আরো বলেন, এ কুমড়ো গুলোর মধ্যে কিছু নিজেরা বড়ি দিব, কিছু ছেলে – মেয়ে সহ আত্মীয় – স্বজনদের দিতে হবে।আর বাকি গুলো বিক্রি করব। কুমড়া বিক্রি টাকা থেকে চাল,বাজার কিনি।নিজেরা বড়ি দিব তার ডাল কিনব। এরই মধ্যে বাজার না থাকার জন্য দুইদিন আগে ২ টা কুমড়া বিক্রি করেছি ২৫০ টাকায়।

যশোর অঞ্চলের টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের ‘ মনিটরিং ও মূল্যায়ন কর্মকর্তা মোঃ মাসুম আব্দুল্লাহ’র সাথে কথা বললে তিনি জানান,চালকুমড়া বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে আবহমান কাল থেকেই চাষ হয়ে আসছে। চাল কুমড়া চাষের আগে অবশ্যই যে কাজটি করতে হবে তা হল উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করা।গ্রামীন জনগোষ্ঠী তাদের বাড়ির উঠান , রান্নাঘর, গোয়াল ঘরের সহ বিভিন্ন স্থানে চালকুমড়ার বীজ রোপন করেন। নিয়মিত গাছে পানি দেয়া, জৈব সার দেয়া ও পরিচর্যার মাধ্যমে গাছটি ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠে।

গাছে ফল আসার পর সবজি হিসেবে খাওয়ার পাশাপাশি বড়ি তৈরি কারার

জন্য পরিপক্ব করে থাকেন। ফলে একদিকে যেমন তারা পুষ্টিকর সবজি খেতে পারচ্ছেন এবং প্রক্রিয়াজাত সুস্বাদু, পুষ্টিকর বড়ি তৈরি করে নিজেরা খাওয়ার পাশাপাশি বাজারে বিক্রয় করে অর্থনৈতিক ভাবে লাভবান হচ্ছেন। ডিজিটাল বাংলাদেশে প্রযুক্তির ব্যবহার করে তরুণ উদ্যোক্তারা অনলাইনে এই বড়ির বাজারজাত করছে। এতে অসংখ্য মহিলার কর্মসংস্থান হচ্ছে। বর্তমান সময়ে আমাদের বাংলাদেশ সারাবছরই চালকুমড়া চাষ করা যায়।

দামুড়হুদায় জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবলে উকতো একাদশ চাম্পিয়ন

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকাল ৩টায় জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল মাঠে এই ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচে মুখোমুখি মাঠে নামে উকতো একাদশ বনাম রঘুনাথপুর একাদশ।খেলায় রঘুনাথপুর একাদশকে ২-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় উকতো একাদশ।

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের প্রধান উপদেষ্টা আহসান কবির রিপনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা ০২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মঞ্জু, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলি মুনছুর বাবু, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাজী শহিদুল ইসলাম, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ফেরদৌস ওয়াহিদ, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের (ভারপ্রাপ্ত) চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন, হাউলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ খোকন, জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সভাপতি জাকির হোসেন।

ম্যাচ শেষে চাম্পিয়ান ও রানার্সআপ দলের অধিনায়কের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অতিথি বৃন্দরা। চ্যাম্পিয়ন দলকে দেওয়া হয় ২৫ হাজার টাকা এবং রানার্সআপ দলকে দেওয়া হয় ১৫ হাজার টাকা।

প্রধান অতিথি হাজী আলী আজগার টগর বলেন, আমি মনে করি প্রতিটি শিক্ষার্থী লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা করা অপরিহার্য, খেলাধুলা করিলে শরীর মন সুস্থ ও সবল থাকে। তাই প্রতিটি মানুষের খেলাধুলা করার প্রয়োজন আছে। নিয়মিত খেলাধুলা করিলে শরীরকে রোগবালাই ও মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত থাকা যায়।

জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল বিন আহমদের ব্যবস্থাপনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন, আমজাদ হোসেন, সাবেক ফুটবলার মুন্নাফ হোসেন, সামসুল আলম, গোলাম সরোয়ার ছোটো, আব্দুল মালেক, রাজীব, স্বপন , রাশেদুল ইসলাম রনি, হাফিজুর, আরিফ, নাজির, মুসা, হাসিবুল, সামসুল হক সহ ক্লাবের সকল সদস্য বৃন্দ সহ গণমান্য ব্যক্তিবর্গ।

ম্যাচটিতে রেফারির দায়িত্ব পালন করেন একরামুল হাসান নিপুন, সহকারী রেফারি ছিলেন আব্দুস সবুর ও তরিকুল ইসলাম আলো। ধারাভাষ্যে ছিলেন উদিয়মান ধারাভাষ্যকার শামীম খাঁন, রাশেদ ও আজমল।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা সাবেক ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক বাবুল হোসেন তরফদার নিশান। খেলাটি স্পন্সর করেছেন স্টুডেন্টস কর্ণার।

দর্শনায় মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের ইন্তেকাল, রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন

দামুড়হুদার দর্শনা থানার পারকৃষ্ণপুর -মদনা ইউনিয়নের জিরাট গ্রামের মাঝপাড়ার আয়ু মল্লিকের ছেলে ইউনিয়ন মুক্তিযোদ্ধা

কমান্ডার ও ইউনিয়ন আ লীগের মুক্তিযোদ্ধা বিষায়ক সম্পাদক ও বীরমুক্তিযোদ্ধা তমসের আলী (৭৩) হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তাকাল করেছেন।

গতকাল সোমবার সন্ধ্যা ৬ টার দিকে ঢাকা জাতীয় হৃদরোগ ইন্সটিটিউট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় (এনজিওগ্রাম করার সময়) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) ।

গতকাল রাত ৯ টার সময় লাশ নিয়ে পরিবারের লোকজন ঢাকা থেকে নিজবাড়ির উদ্যেশে রওনা দেন এবং রাত ৩ টার দিকে নিজ গ্রাম জিরাটে পৌঁছায় ।

পরিবারের সদস্যরা জানান, এক মাস আগে স্টোক করে তারপর থেকে তিনি ঢাকা জাতীয় ইন্সটিটিউট হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে আসছেন দীর্ঘ এক মাস ধরে বেশ সুস্থ হয়ে উঠেন। কিন্ত গত শুক্রবার হঠাৎ তিনি অসুস্থ বোধ করলে আমরা ঢাকা নিয়ে যায় ডাক্তার কাছে এনজিও করার জন্য বলে এবং এনজিওগ্রাম করার সময় তিনি মারাযায়।মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ মেয়ে সহ অসংখ্য আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন।

তাঁর মৃত্যুতে চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সাংসদ হাজী মোঃ আলী আজগার টগর এমপি, দামুড়হুদা উপজেলা আ লীগের সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মনজু, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আলী মুনছুর বাবু, দামুড়হুদা উপজেলা আ লীগের সাধারণ সম্পাদক হাজী মোঃ শহিদুল ইসলাম ও পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এস এ এম জাকারিয়া আলম ও দামুড়হুদা উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা যাচাই বাছাই কমিটির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী পৃথক পৃথক শোক প্রকাশ করেছেন।

আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টার সময় দামুড়হুদার জিরাট গ্রামের স্কুল মাঠে তাকে গার্ড অফ অনার দেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের মাননীয় সাংসদ হাজী মোঃ আলী আজগার টগর ও দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহি অফিসার সানজিদা বেগম, চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইনের একদল চৌকস পুলিশ সদস্যরা তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা আ লীগের সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মনজু, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের

সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক মোঃ আলী মুনছুর বাবু, এছাড়াও তার সহযোদ্ধারা তাকে শেষ শ্রদ্ধাজানান, এসময় উপস্থিত বীর মুক্তিযোদ্ধা দামুড়হুদা উপজেলা যাচাই-বাছাই কমিটির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী, সাবেক জেলা কমান্ডার আবু হোসেন, জামাত আলী, ছাবদার আলী, মশিউর রহমান, নুর ইসরাম, মন্টু, সিরাজুল ইসলাম, ইকলাচ, ফজলুর রহমান ফনা, বিল্লাল হোসেন, আলাউদ্দিন, আশরাফ আলী, আবুল হাসনাত, ফজলু, আব্দুল মোতালেব, আব্দুর সবুর, আব্দুল হান্নান, মাহাত্তাব উদ্দিন, আব্দুর রহিম, আব্দুল খালেক, সরোয়ার হোসেন, এরশাদ আলী।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন, কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ কামাল উদ্দীন, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (তদন্ত) নিখিল অধিকারী। দামুড়হুদা উপজেলা উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আব্দুল হান্নান ছোট। আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার সময় গ্রামের পারিবারিক কবরস্থানে নামাজের জানাজা শেষে দাফন করা হয়।।

দামুড়হুদায় দিনব্যাপী ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা উপজেলায় ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে উপজেলা পরিষদ চত্বরে দিনব্যাপী ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকাল ১০ টার দিকে উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত এ মেলা আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা – ২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর এমপি।

উদ্বোধন শেষে মেলার স্টল ঘুরে দেখেন প্রধান অতিথি সহ অতিথি বৃন্দরা। মেলায় ৪০ টি স্টলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ ও তার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপজেলার বিভিন্ন সরকারি – বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তাদের আধুনিক প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন ডিজিটাল সেবা সমূহ প্রদর্শন করা হয়।বেলা ১১ টার দিকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সানজিদা বেগম এর সভাপতিত্বে বঙ্গবন্ধু মোড়াল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা,বাইসাইকেল ও

বেঞ্চ বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর এমপি কোভিড-১৯ মোকাবিলায় স্থানীয় সরকারের মাননীয় মন্ত্রী জাতীয় সংসদ সদস্যদের অনুকূলে দেওয়া বরাদ্দকৃত অর্থ হতে উপজেলার ১০ টি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেধাবী, হত দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মোট ১৩০ টি বাইসাইকেল ও উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (ইউজিডিপি) হতে উপজেলার ৩৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সর্বমোট ৬৩৭ জোরা বেঞ্চ বিতরণ করেন।বিতরণ কালে তিনি বর্তমান সরকারের সার্বিক সেক্টরের অভাবনীয় তথ্য ও উন্নয়ন চিত্র তুলে ধরে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের নব- নির্বাচিত চেয়ারম্যান, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মাহাফুজুর রহমান মঞ্জু, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাজী মোঃশহিদুল ইসলাম, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান,সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি শহিদুল ইসলাম।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা হারুন অর রশীদ এর প্রাণবন্ত সঞ্চালনায় আরো উপস্থিত ছিলেন, আব্দুল ওদুদ শাহ্ ডিগ্রি কলেজ এর অধ্যক্ষ কামাল উদ্দিন,সরকারি দপ্তরের দপ্তর প্রধান, উপজেলার সকল ইউপি চেয়ারম্যান, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান,শিক্ষার্থী, গণমাধ্যম কর্মী, রাজনৈতিক ব্যাক্তিবর্গ প্রমূখ।

বিকালে দিনব্যাপী এ ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলার সমাপনী অনুষ্ঠান পুরুস্কার বিতরণীর মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় দিন-দুপুরে চুরি

স্বর্ণালঙ্কাসহ মা মেয়ে ও জুয়েলারি ব্যবসায়ী আটক

আলমডাঙ্গার মাদ্রাসা পাড়ায় বসত-বাড়িতে দিনে-দুপুরে স্বর্ণালঙ্কার চুরির ঘটনায় ১৮ ঘন্টায় চুরিকৃত স্বর্ণালঙ্কার উদ্ধার করেছে পুলিশ।

সোমবার (৭ নভেম্বর) দিবাগত রাতে কুষ্টিয়া জেলার চৌঁরহাস এলাকার ক্যানেলপাড়া থেকে স্বর্ণালংকার উদ্ধার করে পুলিশ। এ চুরির ঘটনায় মা- মেয়েসহ কুষ্টিয়ার জুয়েলারি ব্যবসায়ীকে আটক করেছে । এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানায় স্বর্ণালঙ্কার চুরির মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আটকৃতরা হলো- কুষ্টিয়া শহরের চৌঁরহাস ক্যানেলপাড়ার আবুল হোসেনের স্ত্রী জাহানারা খাতুন (৬৫), তার মেয়ে রেজাউল করিমের স্ত্রী পলি খাতুন (৩৮) ও কুষ্টিয়া শহরের চৌঁরহাস মোড়ে সোহাগ জুয়েলারির মালিক সোহাগ (৩৮)।

পুলিশ সূত্রে জানাযায়, আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার গোবিন্দপুর মাদ্রাসা পাড়ায় সানোয়ার হোসেন ও স্ত্রী-জবেদা খাতুন তার ছেলের বউ বসবাস করে। গত (৬ নভেম্বর) দুপুর দেড়টার দিকে সানোয়ার হোসেনের স্ত্রী জবেদা খাতুন বাড়ির পাশে কাপড় পরিস্কার করছিলো। তার ঘরে মেইন গেইট খোলা দেখে কুষ্টিয়ার চৌঁরহাস এলাকার আবুল হোসেনের স্ত্রী জাহানারা খাতুন বাড়িতে প্রবেশ করে। সুযোগ বুঝে সে ওয়ারড্রব খুলে বিভিন্ন স্বর্ণালঙ্কার চুরি করে নেয়।

পরে জবেদা খাতুন কাপড় পরিস্কার করে ঘরে ঢুকতে জাহানারাকে দেখতে পায়। সে পানি খাওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়িতে প্রবেশ করেছে বলে জবেদা খাতুনকে জানায়। জবেদা খাতুন না বুঝে তার জন্য পানি আনতে গেলে সে পালিয়ে যায়। জবেদা খাতুন ঘটনাটি সন্দেহ হলে সে ওয়ারড্রব খুলে দেখে তার ও ছেলের বউ এর সকল স্বর্ণালঙ্কার চুরি করে নিয়ে গেছে।

এমন ঘটনায় জবেদা খাতুন ঘটনাটি পুলিশকে জানায়। পুলিশ ইতোপূর্বে আটকৃত জাহানারার ছবি দেখালে সে চোর নিশ্চিত করে। এ ঘটনায় জবেদা খাতুন আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ কুষ্টিয়া জেলার চৌঁরহাস মোড়ে স্বর্ণালঙ্কার উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে। সোমবার মধ্য রাতে পুলিশ দেখে জাহানারা খাতুন চুরির ঘটনা উন্মোচন করে।

জাহানারা খাতুন জানায়, স্বর্ণের দেড় ভরি ওজনের একটি চেইন ৪৫ হাজার টাকার বিনিময়ে কুষ্টিয়া শহরের চৌঁরহাস মোড়ে সোহাগ জুয়েলারিতে বিক্রি করে। এছাড়াও চুরিকৃত স্বর্ণালঙ্কার ও বিক্রির ৪৫ হাজার টাকা তার মেয়ে রেজাউল করিমের স্ত্রী পলি খাতুনের নিকট রয়েছে। এমন তথ্যের ভিত্তিতে স্বর্ণালঙ্কার চুরির সাথে সম্পৃক্ত ৩ জনকে আটক করে। উদ্ধার করা হয় প্রায় ৭ ভরি স্বর্ণালঙ্কার।

এ ঘটনায় কুষ্টিয়া জেলার জুয়েলারি মালিক সমিতির সভাপতি মিজান কুমার কর্মকার জানান, চুরিকৃত স্বর্ণালঙ্কার ক্রয় করতে সঠিক দোকানের রশিদ ও জাতীয় পরিচয়ের মাধ্যমে ক্রয় করতে হবে। তবে, চুরি সিন্ডিকেট এর সাথে সম্পৃক্ততা রেখে ব্যবসা পুরো বে-আইনি।

তিনি আরো জানান, যদি সোহাগ জুয়েলারির মালিক সোহাগ যদি চুরিকৃত স্বর্ণালঙ্কার চুরির প্রমান মিলে।পরবর্তীতে ব্যবসায়ীক সমিতি তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিবে।

স্বর্ণালঙ্কার চুরির ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) সাইফুল ইসলাম জানান, চুরির ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ তিনজনকে আটক করেছে। চুরি হওয়া প্রায় ৭ ভরি স্বর্ণের গহণা উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় ৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের কীট প্যারেড অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা জেলায় বিভিন্ন ইউনিট ইনচার্জ ও অফিসার ফোর্সদের অংশগ্রহণে সকাল সাড়ে আটটার সময় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইন্স প্যারেড গ্রাউন্ডে কীট প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন,, চুয়াডাঙ্গা অভিবাদন মঞ্চ থেকে সালামী গ্রহণ শেষে পুলিশ সদস্যদের কীট সামগ্রী পরিদর্শন করেন। এ সময় পুলিশ সুপার অফিসার-ফোর্সের শারীরিক ফিটনেস ও টার্নআউট এবং কীট সামগ্রী পরিদর্শন শেষে জিএস (গুড সার্ভিস) মার্ক প্রদান করেন।

কীট সামগ্রী পরিদর্শন শেষে পুলিশ সুপার সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। প্রাপ্যতার প্রাধিকার ভিত্তিতে বিভাগীয় পোষাক ভান্ডার হতে মালামাল সরবরাহের জন্য সংশ্লিষ্ট ইনচার্জকে নির্দেশনা প্রদান করেন। মালামাল সংক্রান্ত কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হলে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) সরকারী নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। সালামী গ্রহণ, কীট সামগ্রী পরিদর্শন শেষে পুলিশ সুপার মহোদয় অফিসার ফোর্সদের উদ্দেশ্যে শৃংখলা, ড্রেসরুলস্ মেনে পুর্ণাঙ্গ পোষাক পরিধান করা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং জনসাধারণের সাথে উত্তম ব্যবহারসহ বিভিন্ন দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

উক্ত কীট প্যারেডে উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) আবু তারেক, পুলিশ লাইন্সের আরআই মোঃ আমিনুল ইসলাম সহ জেলার সকল ইউনিটের অফিসার-ফোর্সগণ উক্ত জেলা পুলিশের কীট প্যারেড অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনা-গেদে সড়ক ও স্থল পথে ভিসা চালুর দাবিতে গণ জামায়েত

২৫ জেলার জনগণের ভোগান্তি লাঘব ও বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে অবিলম্বে দর্শনা-গেদে সড়ক স্হল পথে ভিসা চালুর দাবিতে গণ জামায়েত অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দর্শনা নাগরিক কমিটির উদ্যোগে গতকাল শনিবার সকাল ১০ ঘটিকার সময় দর্শনা আন্তর্জাতিক রেল স্টেশন বন্দর চত্বরে এই গণ জমায়েত অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত গন জমায়েতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা আজাদুল ইসলাম আজাদ এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও নবনির্বাচিত চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মনজু, জীবননগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল লতিফ অমল, দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ

সম্পাদক ও দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মনসুর বাবু, জীবননগর উপজেলা আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক আবু মো. আব্দুল লতিফ অমল, দর্শনা গনউন্নয়ন পাঠাগারের (সিডিএল) পরিচালক কবি আবু সুফিয়ান, জীবননগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সি মাহবুবুর রহমান বাবু,

সাংবাদিক সালাউদ্দিন কাজল, দর্শনার প্রবীন সাংবাদিক মাহফুজ উদ্দিন খান, দর্শনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ও সাংবাদিক সমিতির সভাপতি মনিরুজ্জামান ধীরু,

দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ রুস্তম আলী, বিশিষ্ট সিএন্ডএফ ব্যবসায়ী আতিয়ার রহমান হাবু, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক কিশোর কুমার কুন্ড,দর্শনা নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক ও দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক-মোঃ গোলাম ফারুক আরিফ সহ দর্শনা নাগরিক কমিটির সদস্যবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ সহ স্থানীয় জনসাধারণ ২০০-২৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদায় জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপন উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা

বঙ্গবন্ধুর দর্শন,সমবায়ে উন্নয়ন প্রতিপাদ্য বিষয় কে সামনে রেখে দামুড়হুদায় জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপন উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা করা হয়েছে।

শনিবার উপজেলা প্রসাশন ও সমবায় বিভাগের আয়োজনে র্যালি,আলোচনা সভা,সম্মনা স্বারক প্রদান করা হয়েছে।

দিবসটি উপলক্ষে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলা পরিষদ চত্বরে জাতীয় ও সমবায় পতাকা উত্তেলন করেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার। এরপর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা

নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে এক বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে উপজেলা চৌরাস্তার মোড় ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়।পরে উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার সানজিদা বেগমের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন,উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলি মুনছুর বাবু। বিশেষ অতিথী ছিলেন,উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক হাজী শহিদুল ইসলাম,উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সহিদুল ইসলাম ও দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ফেরদৌস ওয়াহিদ।

আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা সমবায় অফিসার হারুন অর রশিদ। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন দামুড়হুদা সদর ইউপি চেয়ারম্যান ও উপজেলা যুবলীগের সাধারন সম্পাদক হযরত আলি,দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি এম নুরুন্নবী, উপজেলা কৃষক সংগঠনের সভাপতি দামুড়হুদা সদর ইউপির সদস্য সামসুল ইসলাম।

সমবায়ী দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন,আলি আজগার সোনা,উপজেলা চুল প্রসেসিং সমিতির সভাপতি হাসিবুজ্জামান সহিদসহ অন্যরা।আলোচনা সভা শেষে উপজেলা পর্যায়ে ৫টি ক্যাটাগরিতে ক্রেস্ট ৫টি সমবায় সমিতির সম্মাননা স্বারক প্রদান করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন উপজেলা সমবায় অফিসার হারুন অর রশিদ।